আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২০

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২০

মে ২০২০

প্রকাশনায়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রণয়নে

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সহ: পরিচালক (সা: প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোসাম্মদ রোখসানা হায়দার, শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব নিরঞ্জন কুমার রায়, শিক্ষা অফিসার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

চীফ ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

ইভেন্টকম
৩৫/সি, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.eventcommbd.com

সূচীপত্র...

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী	০৩
সচিব মহোদয়ের বাণী	০৪
মহাপরিচালকের বাণী	০৫
ইনোভেশন টিমের উদ্দেশ্যসমূহ	০৬
ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম	০৬
উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে আমরা আছি আপনার পাশে	০৭
২০১৬-১৭ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	০৮
২০১৬-১৭ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা	০৯
২০১৭-১৮ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	১০
২০১৭-১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা	১০
২০১৯-২০ অর্থবছরের কিছু পরিসংখ্যান	১১
২০১৯-২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণা	১১
মেন্টরিং	১২
কো-মেন্টরিং	১৩
২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ	১৫
চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প	১৭
জাতীয় পর্যায়ে স্কেলআপকৃত উদ্ভাবন	১৮
আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন	১৮
বহিঃবাংলাদেশ ছুটি	২৩
নন গেজেটেড কর্মচারীদের চিকিৎসা ছুটি	২৫

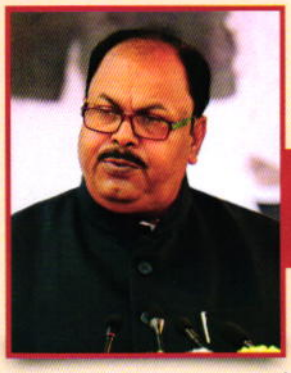

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী

'আপনার উদ্ভাবনী ধারণা, শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা' প্রতিপাদ্যটি সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'অগ্রযাত্রা ২০২০' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র অঙ্গীকারসহ বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিবর্তনমূলক সকল আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপবিক পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর এই অসামান্য অবদানকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এ ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে দেশে বিদ্যমান ২৬,১৯৩টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গতানুগতিক ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর জনবান্ধব এবং সহজলভ্য করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেলের অনুপ্রেরণায় সারাদেশে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দাপ্তরিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেবার মান উন্নীতকরণে ইতোমধ্যে অবদান রাখতে শুরু করেছে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি এবং কম খরচে, দ্রুত সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন সেলের নিবিড় তত্ত্বাবধানে মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান বাংলাদেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হোক এ প্রত্যাশা রাখছি।

(মোঃ জাকির হোসেন, এমপি)